KOTSHILA POLICE STATION
KOTSHILA PURULIA

W.B. Form 27

FIRST INFORMATION REPORT

736

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS.

1. Dist Purulia Sub Divn. Jhalda P.S. Kotshila Year 2019 FIR No. 36/19 Date 17.5.19
2. i) Act IPC Sections 498A/313/307/ 406/494 ii) Act. DP Act Sections 3/4
   iii) Act .... Sections .... iv) Other acts & Sections ....
3. a) General Diary Reference : Entry No. 597 Time 12.05 hrs.
   b) Occurrence of Offence : Day .... Date from 03 (three) months after her marriage Time .... (13 Baisakh, 1423)
   c) Information received Date 17.05.19 Time 12.05 hrs. G.D. No. 597 at the P.
4. Type of Information : Written/Oral
5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. about 12 Km South from PS.
   b) Address vill - Chekya, PS - Kotshila, Dist - Purulia. Beat No. JL no - 142, Anchal no - III
   c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P. S. .... District ....
6. Complainant / Informant :
   a) Name : Smt. Kamala Kumar
   b) Father's / Husband's Name Netai Kumar
   c) Date / Year of birth .... d) Nationality Indian
   e) Address vill - Tatuara, PS - Kotshila, Dist - Purulia.
7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary) :

   ① Pratham Kumar S/O Basanta Kumar.
   ② Basanta Kumar S/O Lt. Subal Kumar
   ③ Asha Kumar W/O Basanta Kumar
   ④ Swapan Kumar S/O Basanta Kumar
   all of vill + P.O - Chekya, PS - Kotshila, Dist - Purulia.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant ....
9. Priculars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required): —
10. Total value of properties stolen/involved : —
11. Inquest report/U.D. Case no., if any : —
12. FIR Contents : (Attach separate sheets, if required)

    The original typed complaint of the complainant which is treated as F.I.R is attached here with.

    (signature) 17/05/19

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498A/313/307/406/494 IPC & 3/4 D.P. Act

Officer-in-Charge
Kotshila P.S
Dist.-Purulia

registered the case and took up the investigation/directed SI. Muktipada Ghosh to take u[p] investigation/transferred to P. S. of Kotshila PS on point of jurisdiction. FIR read o[ver to] the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

Signature/Thumb impression of the Complainant/informant

Amit Masanta SI 17/05/19

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with

Name : AMIT MASANTA

Rank SI OF POLICE, O/C KOTSHILA PS

Number if any ....

Officer-in-Charge
Kotshila P.S.
Dist.-Purulia

প্রতি ,

কোটশিলা থানার বড়বাবু সমীপেষু ,

জেলা - পুরুলিয়া

মহাশয় ,

আমি কমলা কুমার পিতা নিতাই কুমার গ্রাম টাটুয়াড়া পো:- টাটুয়াড়া , থানা কোটশিলা , জেলা পুরুলিয়া স্থানের বাসিন্দা ।

গত ১৪২৫ সালের ১৩ ই বৈশাখ গ্রাম চেক্যা , পো:- চেক্যা থানা কোটশিলা , জেলা পুরুলিয়া নিবাসী বসন্ত কুমারের বড় ছেলে প্রথম কুমারের সহিত হিন্দু শাস্ত্র মতে বিবাহ হয় ।

বিবাহের সময় পাত্র পক্ষের দাবি মতো নগদ ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সোনার গহনা ২(দুই ভরি) , আলমারী ফ্রিজ , শোকেশ , পালঙ্ক টি.ভি. ডেসিং টেবিল বাসপত্র মোট মূল্য ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সর্বমোট ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ টাকা) পাত্র পক্ষকে দেওয়া হয় । বিবাহের পর আমি শ্বশুর বাড়ি যায় এবং স্বামী স্ত্রী হিসাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে শুরু করি ।

বিবাহের তিন মাস পর আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা (১) স্বামী প্রথম কুমার , পিতা বসন্ত কুমার (২) শ্বশুর বসন্ত কুমার পিতা সুফল কুমার (৩) শ্বাশুড়ি আশা কুমার স্বামী বসন্ত কুমার (৪) দেওর স্বপন কুমার পিতা বসন্ত কুমার সকলে মিলে আমার উপর শারিরীক

(পর পাতা - ২)

Received on 17/05/19 at 12.05 hrs & started Kotshila PS Case no - 36/19 dtd - 17.05.19 u/s 498A 313/307/ 506/ 494 I.P.C & 3/4 DP Act.

17/05/19
Officer-in-Charge
Kotshila P.S.
Dist.-Purulia

ও মানসিক ভাবে নির্যাতন করতে থাকে। আমাকে দু বেলা দু মুঠো ভাত খেতে দিত না এবং বাড়ির সমস্ত কাজ কর্ম ঝি এর মতো আমাকে করতে হতো। অধিক পরিশ্রম করার ফলে আমার শরীর খারাপ মাঝে মধ্যেই হতো। তখন শ্বশুর বাড়ির কেউ আমাকে ডাক্তার পর্যন্ত দেখাইত না। বাধ্য হয়ে আমি বাবাকে ফোন করে ডাক্তার দেখাইতাম।

নয় মাস পর আমার স্বামী বলে যে তোমার বাবার কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে আয় বিড়ির ব্যবসা আমি বাড়াবো। টাকার কথা বলিলে আমি বলি আমার বাবা বিয়ের সময় বাস্তু বাড়ি বিক্রি করে আমাকে বিয়ে দিয়েছে। বাবার পক্ষে একলক্ষ টাকা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

তার পর থেকে আমার স্বামী মারধোর করতো প্রায় দিনই এবং বলে যে যা তোর বাবার বাড়ি থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে আয় তা না হলে তোর শ্বশুর বাড়িতে আর ঠাই নাই। আমি মারের ভয়ে সরস্বতী পূজার সময় আমি বাবার বাড়ি আসি এবং উক্ত এক লক্ষ টাকার কথা বলিলে আমার বাবা বলে যে, ওতো টাকা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। লোকজনের কাজ থেকে ধার দেনা করে ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার) টাকা আমাকে দেয়। আমি কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে সরস্বতী পূজার ৪-৫ দিন পর যাই। শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বাবার ~~xx~~ দেওয়া কুড়ি হাজার টাকা স্বামীকে দিতে গেলে আমার স্বামী উক্ত টাকা নিয়ে তারপর থেকে আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

(পর পাতা - ৩)

আমাকে রাত্রি বেলা স্বামীর শোবার ঘরে শুতে দিত না। গরুর গোহাল ঘরে আমাকে শুতে দিত। আমি সব রকম সহ্য করিয়া ভাল দিনের আশায় ছিলাম। সেই সময় আমি তিন মাসের অন্ত:সত্ত্ব ছিলাম। স্বামী এমন ভাবে আমার পেটে পেটে জোরে লাথি মারতো তার ফলে আমার গর্ভপাত নষ্ট হইয়া যায়।

১৪২৫ সালের ২০ ই ফাল্গুন আমার শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী তিন জন যুক্তি করে অনুমানিক ভোর তিনটার সময় আমার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল। তখন আমি রাত্রের অন্ধকারে গোহাল ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বাপের বাড়ির দিকে রওনা হয় এবং ২১ শে ফাল্গুন সকাল ৮ টা নাগাদ পায়ে হেটে বাপের বাড়ি পৌঁছায়। এবং সমস্ত ঘটনা বাবার বাড়িতে বলি। সেই সময় থেকে আমি বাবার বাড়িতেই আছি।

লোক মারফৎ আমি শুনিতে পায় ১৪২৬ সালের ২ রা বৈশাখ আমার স্বামী গোবিন্দপুর গ্রাম, থানা বাঘমুন্ডি, জেলা পুরুলিয়া দুর্যোধন কুমারের মেয়ে নৈরাশী কুমারের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ করে।

মহাশয়ের কাছে আমার প্রার্থনা উপরিউক্ত ঘটনা তদন্ত করিয়া দোষী ব্যাক্তিদের যাহাতে শাস্তি হয় এবং আমার বাবার দেওয়া পন তিন লক্ষ টাকা ফেরৎ পাই ও খরপোষ বাবদ মাসিক ৮০০০.০০ (আট হাজার) টাকা দেওয়া হয় তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করার আদেশ দানে মর্জ্জি হয়।

17.5.2019

নিবেদন ইতি -